দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৪

কেন্দ্রীয়, ঢাকা ভার্সিটি ও হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের কোন্দল আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে

মোশতাক আহমেদ ॥ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে অভ্যন্তরীণ কোন্দল আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন গ্রুপের নেতাকর্মীরা এখন আলাদা ভাবে মহড়া দিচ্ছে। ঘটে যাচ্ছে হাতাহাতি, হল থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা। তাছাড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এক গ্রুপের নেতাকর্মীদের নামে অন্য গ্রুপের নেতাকর্মীরা কুৎসা রটাচ্ছে।

জানা গেছে, ছাত্রদলের দীর্ঘদিনের কোন্দল নিরসন এবং ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য রক্ষার জন্য বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের পরামর্শে গত ৯ সেপ্টেম্বর ছাত্রদল কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিকে বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে হল কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। আর এই কমিটিগুলো ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে করতে হবে- এই মর্মে আহ্বায়ক কমিটিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি ৮৯টি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সব ক'টি কমিটি দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এখন পর্যন্তও হল কমিটি দিতে পারছে না।

এ নিয়ে হল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। অনেক নেতাকর্মী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিকে ব্যর্থ বলেও অবহিত করছে। জানা গেছে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই হল কমিটি পিছিয়ে যাচ্ছে। আহ্বায়ক কমিটির পাঁচ নেতার মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণেই কমিটিগুলো দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ ঈদ-উল-ফিতরের আগেই হল কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে আহ্বায়ক কমিটির নেতারা জানিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কমিটি দিতে পারছেন না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবু জানান, সবকিছুই ঠিক হয়ে আছে। কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেই দ্রুত কমিটি ঘোষণা করা হবে।

তবে জানা গেছে, তারেক রহমান ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান চীন থেকে দেশে ফেরার আগে কমিটি হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অর্থাৎ ১ জানুয়ারির পর ঘোষণা করা হবে। তবে হল কমিটি এর আগেই ঘোষণা হতে পারে। এ দিকে কমিটি ঘোষণা যতই পিছিয়ে যাচ্ছে হলগুলোতে সমস্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন হল থেকে বিভিন্ন গ্রুপের নেতাকর্মীরা এখন ক্যাম্পাসে আলাদাভাবে মহড়া দিচ্ছে। বুধবার ক্যাম্পাসে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কয়েকটি হাতাহাতি এবং হল থেকে বের করে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে জহুরুল হক হলের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিঠু এবং একই হলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নাসিরের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও চড় দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। শহীদুল্লাহ হলে দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। জিয়া হলে এক গ্রুপের নেতাকর্মীরা অন্য গ্রুপের নেতাকর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি প্রদর্শন করেছে। জসীমউদ্দীন হলেও ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। আর এ সব গ্রুপের পিছনে কাজ করছে কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই পুরনো গ্রুপগুলো। কারণ সামনে কমিটি। জানা গেছে, তারেক রহমান বিবাহিত, অছাত্র ও বয়স্ক নেতাদের বাদ দিয়ে তরুণ ও যাদের ছাত্রত্ব আছে কেবল তাদের দিয়েই ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে স্থান পেতে বিবাহিত, অছাত্র ও বয়স্ক নেতারাই উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁরা নিজেদের নতুন কমিটিতে স্থান করে নেয়ার জন্য সকল ধরনের কৌশলই অবলম্বন করছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় ভর্তি হয়ে ছাত্রত্ব প্রমাণ করছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের "স্ত্রী"কে অস্বীকার করে অবিবাহিত হচ্ছেন। তবে জানা গেছে, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তারেক রহমানের পরামর্শেই হবে। আর তিনি যোগ্য, ত্যাগী ও অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতাদের দিয়েই কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি গঠন করবেন এমনটিই নেতাকর্মীরা আশা করছেন। এদিকে নতুন কমিটিকে কেন্দ্র করে এক গ্রুপের নেতাকর্মীরা আরেক গ্রুপের নেতাকর্মীদের নামে নানা ধরনের কুৎসা রটাচ্ছে। মেয়েলি ঘটনা থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী- সবই স্থান পাচ্ছে এসব কুৎসা রটনায়। এসব কুৎসা রটনায় ছাত্রদলের নেত্রীরাও জড়িয়ে পড়ছেন। তাঁরাও একজনের নামে আরেকজন কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন। কমিটি গঠনের আগে এ ধরনের কুৎসা, গ্রুপিং, কোন্দল সম্পর্কে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক সাহাবুদ্দীন লাল্টু জানান, ছাত্রদলের মতো ঐতিহ্যবাহী ও বৃহৎ সংগঠনে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে যে যাই বলুক যোগ্য ও ত্যাগী নেতাকর্মীরাই নতুন কমিটিতে স্থান পাবে।